

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশী শ্রমিকদের আত্মহত্যা বাড়ছেই



চাকুরী না পাবার দুঃখে গলায় গামছা পেঁচিয়ে
আত্মহত্যা করেছে ভাগ্যবঞ্চিত শ্রমিক কিবরিয়া

স্বপ্নের দেশ মালয়েশিয়ায় দু'চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে এসে বাংলাদেশী শ্রমিকরা আত্মহত্যা করে প্রমান করে দিচ্ছে ওরা কেমন আছে। এ পর্যন্ত এবছর কমপক্ষে ৪ জন শ্রমিকের আত্মহত্যাসহ বহু মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গেছে। যদিও এর চেয়ে বেশী শ্রমিক আত্মহত্যা করেছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। শুধুমাত্র পাসপোর্ট বা কোন পরিচয়পত্র না থাকায় এসব অপমৃত্যুর খবর জানা যাচ্ছে না বা বাংলাদেশ হাইকমিশন পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। বেওয়ারিশ লাশ হয়ে মালয়েশিয়ার মাটিতে মিশে যাচ্ছে বাংলাদেশের হতভাগ্য এসব শ্রমিকরা। আধুনিক সভ্যতার প্রতি ঘৃণা ও হাজারো প্রশ্ন রেখে এভাবেই বিদেশ আসার স্বাদ পূর্ণ হচ্ছে ওদের। এসব অপমৃত্যু শ্রমবাজারের সাফল্যকেই প্রশ্নবিদ্ধ করছে। জনশক্তি রপ্তানীর অনিয়ম আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটেছে, কুয়ালালামপুর থেকে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার দূরে কাজাং বাংগী এলাকায়।

স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১ আগষ্ট আনুমানিক ভোর সাড়ে ৬টায় হোস্টেলের রান্নাঘরে গলায় গামছা পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে মো: কিবরিয়া (২৭) নামে এক বাংলাদেশী যুবক। তার পাসপোর্ট নং এ ০০৫৬৮১৪। সে কুমিল্লা মুরাদনগর থানার এলখাল গ্রামের কৃষক রফিকুল ইসলামের বড় ছেলে। গত ২৫ জুন রাতে কিবরিয়াসহ ৮ জনকে মালয়েশিয়া কেনশিশা নামের একটি আউটসোর্সিং কোম্পানীতে (১৮৫৬৩৯-ভি) পাঠায় ঢাকার আল ইসলাম ওভারসীজ (আর এল ১০৬)। ২৬ জুন থেকে ৪ দিন কুয়ালালামপুর বিমান বন্দর থেকে কেউ তাদের গ্রহণ করে নি। তারপর আরো ৮ দিন এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশন ডিপোতে তাদের আটক রাখা হয় বলে জানায় ঐ গ্রুপেরই সদস্য নোয়াখালী লক্ষ্মীপুরের শাহেদুল ইসলাম জেহাদ। এরপর থেকে তাদের কোন চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয় নি। তার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ঐ দিনই সারডাং হাসপাতালে ছুটে যান হাইকমিশনের ওয়েলফেয়ার সহকারী মোকসেদ আলী। এ ব্যাপারে কাজাং বন্দর বারু বাংগী থানায় একটি মামলা হয়েছে। মামলা নং ০০৩৯৯৮/০৮। আজ বুধবার দিবাগত রাতে মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সে (এম এইচ ১৯৬) লাশ ঢাকা পৌঁছাবে। নিহত কিবরিয়ার বাবা লাশ গ্রহন করবেন বলে জানা গেছে। উক্ত কেনশিশা আউটসোর্সিং কোম্পানীর পরিচালক হামজা বিন ইয়াকুবকে কয়েকবার ফোন করেও পাওয়া যায় নি। এদিকে উক্ত আল ইসলাম ওভারসীজের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় বহু

অভিযোগ পাওয়া গেছে। চাকুরী না দিয়ে গোড়াউনে শ্রমিক আটক, মেডিকেল আনফিট শ্রমিকদের দেশে না পাঠানো ও হয়রানী-নির্যাতনের মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এসব ব্যাপারে এজেন্সীর মালিক মো: ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও নির্যাতনের অভিযোগে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন থানায় একাধিক পুলিশ রিপোর্ট করেছে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকরা।

এদিকে বাংলাদেশে টেলিফোনে কিবরিয়ার বাবার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, মৃত্যুর আগের দিন আমার সাথে শেষ কথা হয়। আমার ৪ ছেলে ২ মেয়ের মধ্যে সে ছিল বড় ছেলে। বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলেন, এই ছেলেই ছিল আমার ভরসা। আমি কাজকর্ম করতে পারি না। সে-ই ছিল একমাত্র রোজগারে ছেলে। মানুষের কথায় বিশ্বাস করে আড়াই লাখ টাকা দিয়ে ছেলেকে বিদেশ পাঠিয়েছি। দু'আড়াই ভরি স্বর্ণ বিক্রীর টাকা ছাড়া পুরো টাকাটাই সুদে নেয়া। ৭ হাজার টাকায় মাসে ১০ হাজার টাকা সুদ দিতে হয়। এখন আমি টাকা দেমু কেমনে? একদিকে ছেলে হারানোর শোক অন্যদিকে দেনার চিন্তায় কিবরিয়ার বাবা এখন পাগল প্রায়। তার উপর অস্বাভাবিক দালালদের ভয়েও তিনি আতঙ্কিত। এ প্রদেবদকের সাথে কথা বলার সময় নাজিম নামে এক লোক বার বার তার ফোন কেড়ে নিয়ে বাধাসৃষ্টি করছিলেন। বিষয়টি ধামাচাপা দিয়ে গ্রাম্য দালালদের রক্ষার চেষ্টা চলছে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গ্রামবাসী টেলিফোনে জানান। নিহত কিবরিয়ার বাবা রফিকুল ইসলাম বলেন, আমি মূখ্য-সূখ্য মানুষ কিছু বুঝি না। তবু ছেলের কণ্ঠে এজেন্সীর অফিসে গিয়েছিলাম যেন একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করে ওরা। কিন্তু আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, ভয় ভীতি ও নানা হুমকী দিয়ে অফিস থেকে বের করে দিয়েছে। ছেলেকে যাবার সময় এক কেজি চিড়া দিয়েছিলাম। আমার বাপ ৪ দিন এয়ারপুটে ওগুলোই খাইছে। তিনি বলেন, দেনা-কর্জ করে গ্রামের মাঞ্জুর মাধ্যমে এজেন্সীকে টাকা দিয়ে ছেলে পাঠিয়েছি লাশ পাবার জন্য নয়। আমার ছেলেকে স্পেশাল ভিসা ও ২৫ হাজার টাকা বেতন দেবার কথা বলে এত টাকা নিয়েছে। আমি এর বিচার চাই। ক্ষতিপূরণসহ তিনি সব টাকা ফেরত এবং ঐ এজেন্সী ও দালালের বিচার দাবি করেন। অহত্যা পেছনে কি কারন থাকতে পারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, চাকুরী না পাওয়ায় ও দেনার চাপের কারনেই সে অহত্যা করেছে বুঝতে পারি। এদিকে নিহত কিবরিয়ার স্ত্রী লুৎফা বেগম ৬ মাসের অন্তসত্ত্বা বলে জানা গেছে। ৭/৮ মাস আগে তাদের বিয়ে হয়। কিবরিয়ার অহত্যা পুরো পরিবার এখন শোকে মূহ্যমান। অসুস্থতার কারনে তার বাবা কাজ করতে না পারায় ৮ জনের সংসারে সে-ই ছিল উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাকে হারিয়ে পরিবারটির এখন পথে বসার উপক্রম হয়েছে।

এদিকে গত সোমবার বেতন ভাতাদি না পেয়ে আবারও হাইকমিশনে এসেছে এম্পেরিয়াল এজেন্সীর (আর এল ৪২৮) ২৪ জন শ্রমিক। আমেরিকা প্রবাসী রিপন সাহা প্রতারণার শিকার হয়ে এই এজেন্সীর বহু শ্রমিক ইতিপূর্বেও হাইকমিশনে এসেছে। রিপন সাহা আমেরিকার নাগরিক পরিচয় দিয়ে মালয়েশিয়ায় পাঠানো হাজার হাজার শ্রমিকের সাথে প্রতারণা করে বহু কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে অন্যদেশে পালিয়ে গেছেন। অসহায় শ্রমিকরা যখন মানবেতর জীবনযাপন করেছে তিনি তখন কুয়ালালামপুরে কাড়ি কাড়ি টাকা টেলে আমোদস্বুর্তি করেছেন। বর্তমানে রিপন সাহা অন্য এজেন্সীর মাধ্যমে দুবাইতে শ্রমিক পাঠানোর চেষ্টা করছেন বলেও জানা গেছে। প্রতারণিত শ্রমিক জয়নাল, সোহেল, ইসলাম জানায়- প্রাস্টিক ফ্যাক্টরীর নামে পাঠিয়ে তাদের স'মিলে কাজ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ২ মাস কাজ করেও ২/৩ শ' রিসিতির বেশী তারা পায় নি। ২ লাখের উপর টাকা নিয়ে এক ফ্লাইটে গত ২৯ মে তাদের মালয়েশিয়া পাঠানো হয়েছে।